সমকাল

তারিখ 22 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ঝালকাঠি ছাত্রলীগে সমঝোতা

■ বরিশাল ব্যুরো

সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত ঝালকাঠি জেলা ছাত্রলীগের বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে কথিত সমঝোতা হয়েছে। বুধবার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং এক পুলিশ কর্মকর্তার মধ্যস্থতায় ছাত্রলীগের জেলা সভাপতি হাদিসুর রহমান মিলন ও সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন মিঠু গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা হয় বলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে। তবে ওই সমঝোতায় সন্তুষ্ট হননি জামাল হোসেন মিঠু ও তার সমর্থকরা। অভিযোগ রয়েছে, মিঠুর বাবা ও দুই ভাইকে আহত করা এবং বসতবাড়িতে হামলার পরও তারা ন্যায্য বিচার পাননি। দলের ঐক্যের স্বার্থে মিঠু ও তার সমর্থকরা ঘষামাজার ওই সমঝোতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

অসন্তুষ্ট সাধারণ সম্পাদক গ্রুপ!

প্রায় ছয় বছর আগে গঠিত হয় ঝালকাঠি জেলা ছাত্রলীগের কমিটি। নতুন কমিটি গঠনের জন্য একাধিকবার সম্মেলনের তারিখ দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সম্মেলন হয়নি। সর্বশেষ সম্মেলনের তারিখ ছিল গত ২ মে। সে তারিখও পেছানো হয়েছে। ফলে নতুন কমিটির পদ-পদবি নিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির সভাপতি হাদিসুর রহমান মিলন এবং সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন মিঠুর মধ্যে প্রকট দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ওই দ্বন্দ্বের জের ধরে গত রোববার রাতে মিলনসহ তার সমর্থকরা মিঠুর বসতবাড়িতে হামলা-ভাংচুর এবং মিঠুর বৃদ্ধ বাবাকে লাঞ্ছিত করে। কুপিয়ে জখম করা হয় মিঠুর সমর্থক

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

ঝালকাঠি ছাত্রলীগে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

একাধিক ছাত্রলীগ নেতাকে। পরে মারধর করা হয় মিঠুর বড় ভাই আবুল কালামকে। এ প্রেক্ষাপটে সভাপতি মিলন ও সাধারণ সম্পাদক মিঠু গ্রুপের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সরদার মো. শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক খান সাইফুল্লাহ পনির উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ নেন। সূত্র জানায়, বুধবার দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উভয় পক্ষকে নিয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আ ফ ম আনোয়ার হোসেনের কার্যালয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন আওয়ামী লীগের ওই দুই নেতা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপ থানায় দেওয়া অভিযোগ তুলে নেবে এবং উভয় পক্ষ জেলা আওয়ামী লীগের নির্ধারণ করা ক্ষতিপূরণ পরস্পরকে দেবে। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের দুই নেতা এবং ওই পুলিশ কর্মকর্তা ছাত্রলীগের দু'পক্ষকে কোলাকুলি করিয়ে মিলিয়ে দেন।

এদিকে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন মিঠু ও তার সমর্থকরা ওই সমঝোতা প্রকাশ্যে মেনে নিলেও মন থেকে মানতে পারেননি বলে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে। গতকাল মিঠুর মোবাইলফোনে বহুবার কল দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে সমঝোতা বৈঠক শেষে ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে মিঠু বলেছেন, 'তার প্রায় দেড় যুগের সাংগঠনিক জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার দিন ছিল বুধবার, যা তিনি কারও সঙ্গে বলতে পারছেন না।'